<u>কমিশন কর্তৃক ১৪/০৯/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট</u>

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	ত্রিশাল(ময়মনসিংহ) থানা মামলা নং-২৮, তাং-৩১/০১/২০০১ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ মফিজ উদ্দিন, পিতা-মৃত সমর আলী, সভাপতি, মাগুরজোড়া, ফকিরপাড়া কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহত; (২) জনাব মোঃ আবু সোহরাব, পিতা-মৃত তৈয়ব উদ্দিন ফকির, ম্যানেজার, মাগুরজোড়া, ফকিরপাড়া কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ, ত্রিশাল, ময়নসিংহ; (৩) জনাব মোঃ আবুল কাশেম, পিতা-মৃত আরিফ উদ্দিন, পরিচালক, মাগুরজোড়া, ফকিরপাড়া কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ, ত্রিশাল, ময়নসিংহ; (৪) জনাব মোঃ আবুল কালাম, পিতা-মৃত কলিম উদ্দিন, সাবেক পরিদর্শক, ত্রিশাল থানা কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ, ময়মনসিংহ; (৫) জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন, প্রধান পরিদর্শক, বিআরডিবি, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে ৩৯ জন সদস্যের নামে বরাদ্দকৃত স্বল্প মেয়াদী ঋনের ১,৯৫,০০০/-টাকা আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে ত্রিশাল উপজেলাধীন মাগুরজোড়া ফকিরপাড়া সমবায় সমিতি লিঃ এর ৩৯ জন সদস্যের নামে জনপ্রতি ৫,০০০/-টাকা করে মোট ১,৯৫,০০০/-টাকা ঋণ বিতরণ দেখিয়ে পরস্পর যোগসাজসে একে অপরের সহায়তায় আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

➢

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	পাবনা (সদর) থানা মামলা নং-০৬, তাং-২৭/০২/২০০০ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	রিজিয়া খাতুন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, পাবনা ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব জহুরুল ইসলাম, পিতা-মৃত দবির উদ্দিন শেখ, সাং-বড় শালিখা নতুনবাজার, চাটমোহর, পাবনা ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	জাল দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তি আত্মসাত ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব জহুরুল ইসলাম, পিতা-মৃত দবির উদ্দিন শেখ, সাং-বড় শালিখা নতুনবাজার, চাটমোহর, পাবনা এর বিরুদ্ধে অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ভূয়া ও জাল দলিল প্রস্তুতপূর্বক সরকারী রেকর্ড বহি টেম্পারিং ও পরিবর্তন করে ২,৭২,৮০০/-টাকা মূল্যমানের ২.৭৫ একর সরকারী সম্পত্তি আত্মসাত প্রচেষ্টার অপরাধ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

ক্রমিক নং	:	০৩
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	খালিশপুর(খুলনা) থানা মামলা নং-১১, তাং-১১/১১/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আব্দুল কাদের মোল্লা, খাদ্য পরিদর্শক ও গুদাম ইনচার্জ (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় অবসর প্রাপ্ত), পিতা-মৃত মনির উদ্দিন মোল্লা, বাড়ী নং-৪/১ নিরালা মাডামারা ২নং ক্রস রোড, খুলনা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	খাদ্য গুদামের ৫৯.৫৮০ মেঃ টন চাল যার সরকারী মূল্য ৯,১২,১৬৯/৮০টাকা আত্মসাতের অভিয়োগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা, খাদ্র পরিদর্শক ও গুদাম ইনচার্জ খুলনা সি এস ডি'র আওতায় জেকো-৫৫ খাদ্র গুদামে দায়িত্ব পালনকালে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যক্তি স্বার্থে আর্থিক লাভবান হওয়ার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে উক্ত গুদামের ৫৯.৫৮০ মেঃ টন চাল যার সরকারী মূল্য ৯,১২,১৬৯/৮০টাকা আত্মসাত করেছেন মর্মে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০৪
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	দশমিনা(পটুয়াখালী) থানা মামলা নং-০২, তাং-১১/০৬/২০০৩ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আ: আউয়াল, উপ-সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, পটুয়াখালী।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব আঃ মজিদ জোমাদ্দার, সাবেক পরিবার পরিকল্পনা সহকারী (গুদাম), দশমিনা, পটুয়াখালী।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	২৬,৮৯,৪৫০/-টাকা মূল্যের সরকারী ঔষধ ও অন্যান্য আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	জনাব আঃ মজিদ জোমাদ্দার, সাবেক পরিবার পরিকল্পনা সহকারী (গুদাম), দশমিনা, পটুয়াখালী হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন মে/৯৭ হতে এপ্রিল/২০০২ পর্যন্ত সময়ে গুদামের দায়িত্বে থেকে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারী রেকর্ডপত্র গায়েব/বিনষ্ট এবং রেজিষ্ট্রারে ঘষামাজার মাধ্যমে মিথ্যা হিসাব তৈরী করে বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও অন্যান্য সামগ্রী যার মূল্য ২৬,৮৯,৪৫০/-টাকা আত্মসাত করার অপরাধ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০৫
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	ফুলপুর (ময়মনসিংহ) থানা মামলা নং-০৪, তাং-০৭/০৫/২০০৩ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	দেওয়ান সফিউদ্দিন আহমেদ, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, পিতা-আঃ বারেক, নবাবগঞ্জ, ঢাকা; (২) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পিতা-সৈয়দ আলী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	২.৭০০ মেঃ টন চাল যার মূল্য ৪০,৮৯০/-টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	১৯৯৯-২০০০ অর্থ বৎসরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে মাটির কাজ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ফুলপুর প্রগতি সংঘের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত ২.৭০০ মেঃ টন চাল যার সরকারী মূল্য ৪০,৮৯০/৫০ টাকা বরাদ্দ করা হলে আসামীগন কোন কাজ না করে পরস্পর যোগসাজসে সম্পূর্ন আত্মসাত করেন মর্মে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০৬
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	খালিশপুর(খুলনা) থানা মামলা নং-১৩, তাং-১১/১১/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আব্দুল কাদের মোল্লা, খাদ্য পরিদর্শক ও গুদাম ইনচার্জ (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় অবসর প্রাপ্ত), সি এস ডি, খুলনা, পিতা-মৃত মনির উদ্দিন মোল্লা, বাড়ী নং-৪/১ নিরালা মাডামারা ২নং ক্রস রোড, খুলনা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	ক্ষমতার অপব্যবহার করে খাদ্য গুদামের ১৯.৯৩৪ মেঃ টন গম যার মূল্য ২,৫৯,১৪২/-টাকা আত্মসাতের অভিয়োগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা, গত ২১/০৩/২০০০ হতে খুলনা সি এস ডি'র আওতায় জেকো-৬ গুদামের ইনচার্জ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি উক্ত গুদামের দায়িত্বে থাকাকালীন জনাব সিদ্দিকুর রহমান সহ মহাব্যবস্থাপক, খুলনা সিএসডি, খুলনা গত ১২/০৪/২০০২ তারিখে জেকো-৬ গুগাম পরিদর্শন করে অনিয়ম দেখতে পান এবং প্রকৃত মজুদ নিরূপনের জন্য ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। গঠিত কমিটি ১৯/১২/২০০২ তারিখে ১৯.৯৩৪ মেঃ টন গহ ঘাটতি পাওয়া যায় মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। আসামী জনাব মোঃ আব্দুল কাদের মোল্লা, খাদ্য পরিদর্শক ও ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্বে থাকাকালীন ১৯.৯৩৪ মেঃ টন গত যার সরকারী মূল্য ২,৫৯,১৪২/-টাকা আত্মসাত করেছেন মর্মে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০৭
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	খালিশপুর(খুলনা) থানা মামলা নং-১২, তাং-১১/১১/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আব্দুল কাদের মোল্লা, খাদ্য পরিদর্শক ও গুদাম ইনচার্জ (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় অবসর প্রাপ্ত), সি এস ডি, খুলনা, পিতা-মৃত মনির উদ্দিন মোল্লা, বাড়ী নং-৪/১ নিরালা মাডামারা ২নং ক্রস রোড, খুলনা।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	জেকো-১৭ খাদ্য গুদামের ৭৩.৪৫০ মেঃ টন চাল যার সরকারী মূল্য ১১,২৪,৫১৯/৫০ টাকা এবং ১০.২৩৩ মেঃ টন গম যার সরকারী মূল্য ১,৩৩,০২৯/-টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব আব্দুল কাদের মোল্লা, খাদ্য পরিদর্শক ও ইনচার্জ হিসেবে খুলনা সিএসডি এর আওতায় জেকো-১৭ দায়িত্ব পালনকালে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যক্তি স্বার্থে আর্থিক লাভবান হওয়ার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে উক্ত গুদামের ৭৩.৪৫০ মেঃ টন চাল যার সরকারী মূল্য ১১,২৪,৫১৯/৫০ টাকা এবং ১০.২৩৩ মেঃ টন গম যার সরকারী মূল্য ১,৩৩,০২৯/-টাকা সর্বমোট ১২,৫৭,৫৪৮/৫০ টাকার চাল ও গম আত্মসাত করার অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।